বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
কোটবাড়ি, কুমিল্লা

শুদ্ধাচার কর্মকৌশল ২০২৩-২০২৪ অনুযায়ী আয়োজিত অংশীজনের ১ম সভার কার্যবিবরণী

তারিখ: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
সময়: দুপুর ০২:৩০ মিঃ
স্থান: কনফারেন্স হল-১, বার্ড

সভাপতিঃ জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ মোল্লা, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বার্ড।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বার্ডের শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অনুযায়ী ১৮/০৯/২০২৩ তারিখ দুপুর ০২:৩০ ঘটিকায় একাডেমির কনফারেন্স হল-১ এ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের ১ম সভা (Stakeholders Meeting) অনুষ্ঠিত হয়। মহাপরিচালক, বার্ড এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে বার্ডে গঠিত নৈতিকতা কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ মোল্লা উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। একাডেমির ৯টি বিভাগের পরিচালকগণ, বার্ডের ক্যাফেটেরিয়া, হোস্টেল, যোগাযোগ এবং অবধায়ন শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারী, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, শুদ্ধাচার, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, তথ্য অধিকার ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম এর সাথে সংশ্লিষ্ট অনুষদ সদস্যগণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ ও বার্ডে চলমান বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী, লালমাই-ময়নামতি কর্মসূচির সুবিধাভোগীসহ অন্যান্য আমন্ত্রিত অংশীজন উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করেন।

ক) সূচনা বক্তব্য:

সভার শুরুতেই নৈতিকতা কমিটির পক্ষে বার্ডের প্রশাসন বিভাগের সম্মানিত পরিচালক, জনাব আইরিন পারভীন সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে শুদ্ধাচার চর্চার জন্য কর্মকৌশল নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেন, সরকারের প্রবর্তিত বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির অন্যতম অংশ হচ্ছে শুদ্ধাচার চর্চা এবং শুদ্ধাচার চর্চার অন্যতম অংশ হচ্ছে অংশীজনদের নিয়ে সভার আয়োজন করা। অংশীজন সভার মাধ্যমে বার্ড তার সেবা সরবরাহ উন্নত করার বিষয়ে মতামত গ্রহণ করে এবং তার ভিত্তিতে সেবা সরবরাহের মান উন্নয়নে সচেষ্ট হয় বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি আরো বলেন, বার্ড দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ জনশক্তির পাশাপাশি সরকারের সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করে। বার্ডের ক্যাফেটেরিয়া, হোস্টেল এবং যোগাযোগ ও অবধায়ন শাখা প্রশিক্ষণার্থীদের সেবা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এমতাবস্থায়, এই অংশীজন সভায় তাঁদের দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের বিষয়ে সভায় মত প্রকাশ করতে পারেন বলে তিনি মন্তব্য করেন। এছাড়াও প্রশিক্ষণার্থীগণ তাঁদের প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নে মতামত প্রদান করতে পারেন বলে তিনি মন্তব্য করেন। পরিশেষে তিনি অংশীজন সভার সফলতা কামনা করে তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত করেন।

খ) বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনা:

সূচনা বক্তব্যের পর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, তথ্য অধিকার, উদ্ভাবনী কার্যক্রম এবং শুদ্ধাচার ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট টিম লিডার/ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হালনাগাদ তথ্যসহ উপস্থাপনা প্রদান করেন। উপস্থাপনা শেষে উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

গ) উন্মুক্ত আলোচনা:

সূচনা বক্তব্য এবং বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপনার পর উপস্থিত অংশীজন, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এবং সংশ্লিষ্টগণ উন্মুক্ত আলোচনায় মতামত প্রদান করেন। উন্মুক্ত আলোচনা পর্বটি সঞ্চালনা করেন অংশীজন সভার সভাপতি এবং বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ মোল্লা। উন্মুক্ত আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- ১৬২তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী ডা. প্রিয়াংকা বিশ্বাস বার্ডের ক্যাফেটেরিয়া ও হোস্টেল শাখা যথাযথভাবে আন্তরিকতার সাথে সেবা প্রদান করছে বলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বার্ড প্রশাসন হোস্টেল ও ক্যাম্পাসের আশেপাশে মশা নিধনে ব্যবস্থা নিলেও মশার প্রকোপ কমছে না বলে তিনি এ বিষয়ে জোরদার ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করেন।
- ১৬২তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী ডা. মশিউর রহমান, যে সকল অনুষদবৃন্দ বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ম্যানেজমেন্টের দায়িত্বে থাকেন, তাদেরকে কোর্স চলাকালীন সময়ে অন্য অফিসিয়াল কাজের চাপ থেকে শিথিলতা প্রদান করলে তারা কোর্স পরিচালনায় আরো কার্যকর ও আন্তরিক ভূমিকা পালন করতে পারবেন বলে মন্তব্য প্রদান করেন।

- ১৬৩তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী ডা.মনজুরুল ইসলাম বলেন, বার্ড বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়নের পথিকৃৎ। বার্ড তার গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার আর্থ-সামজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। তাই তিনি বার্ডের এসব কার্যক্রম তুলে ধরার জন্য ডকুমেন্টেশন ও প্রচারণার প্রতি গুরুত্ব দেয়ার জন্য মতামত প্রকাশ করেন। তাছাড়া, তাত্ত্বিক সেশনের পাশাপাশি চাকুরীর ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে প্রাক্টিকেল কিছু সেশন পরিচালনার উদ্যোগ নেয়ার বিষয়ে মন্তব্য করেন।
- ১৬৪তম বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী ডা. মাহির আঞ্জুম অনন শুরুতেই অত্যন্ত দক্ষতা ও কৌশলের সাথে সেশন পরিচালনার জন্য বার্ডের সম্মানিত অনুষদবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এছাড়াও বার্ডের সকল শাখার কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ আন্তরিকরার সাথে তাদের সেবা প্রদান করেন বলে মন্তব্য প্রকাশ করেন। এছাড়া, বার্ডের রাজস্ব খাতের আওতায় কুমিল্লার বিভিন্ন উপজেলায় যে সকল প্রায়োগিক গবেষণা চলমান রয়েছে, সেসকল গবেষণার মাঠ প্রদর্শণের জন্য বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি মতামত প্রদান করেন।
- জনাব মিজানুর রহমান (ড্রাইভার) শুরুতেই অংশীজন সভায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ প্রদানের জন্য সভাপতি মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বার্ডের প্রায় সকল যানবাহনগুলো পুরাতন বিধায় ঘন ঘন মেরামত করতে হয়। কিন্তু মেরামত করার জন্য অফিসিয়াল যে প্রক্রিয়া রয়েছে তা অনুসুরণ করতে যেয়ে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন হয়। সেজন্য ছোট ধরনের মেরামতগুলো দ্রুত সময়ে সহজ উপায়ে কিভাবে করা যায়, সে বিষয়ে প্রশাসন বিভাগের প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।
- লালমাই-ময়নামতি কর্মসূচির সুবিধাভোগী জনাব রানু আক্তার বলেন, বার্ডের লালমাই-ময়নামতি কর্মসূচির আওতায় প্রদত্ত ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে তারা স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। অন্যান্য এনজিও সংস্থাগুলো উচ্চ সুদে প্রায় ১৩-১৪% হারে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে কিন্তু বার্ডের লালমাই-ময়নামতি কর্মসূচির আওতায় তারা স্বল্প সুদে মাত্র ৮% হারে ঋন গ্রহণের ফলে উপকৃত হচ্ছেন। তিনি বার্ডের ঋণ কার্যক্রম ও ফান্ড বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করেন, যাতে গ্রাম সংগঠণের ম্যানেজারগণ চাহিদামতো সদস্যদের ঋণ প্রদান করতে পারেন।
- বার্ডের পল্লী সমাজতত্ত্ব ও জনমিতি বিভাগের পরিচালক জনাব নাছিমা আক্তার বলেন, বার্ডের বুনিয়াদি, বিশেষ বুনিয়াদি ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নীতিমালা মেনে চলতে হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সেবা সহজীকরণের লক্ষে এসকল প্রশিক্ষণ নীতিমালা বিভিন্ন পয়েন্টে ফেস্টুন আকারে প্রদর্শণ করার বিষয়ে তিনি মূল্যবান মতামত প্রদান করেন।
- বার্ডের ক্যাফেটেরিয়ার প্রতিনিধি বলেন, বার্ডের Water Plant এর ফিল্টারের উপরে শেড না থাকায় রোদের তাপে পানি দ্রুত গরম হয়ে যায় ফলে খাবার পানি সরবরাহে বিঘ্নতা দেখা দিচ্ছে। তাই Water Plant এর ফিল্টারের উপরে শেড স্থাপনের জন্য তিনি বার্ড প্রশাসনের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

(ঘ) সভাপতির বক্তব্য:

অংশীজন সভার সভাপতি এবং বার্ডের সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ মোল্লা তাঁর বক্তব্যের শুরুতে সকলকে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, সুশাসন হচ্ছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার একটি অন্যতম পন্থা। তিনি বলেন, কোন সেবা গৃহীতা কোন প্রতিষ্ঠান থেকে হাসি মুখে সেবা নিয়ে ফিরে গেলে বুঝা যাবে যে উক্ত প্রতিষ্ঠানে সেবা সরবরাহে সুশাসন অনুসরণ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা গ্রহণ সহজ প্রক্রিয়ায় হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। তিনি বলেন, অংশীজন সভার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে যে সকল পরামর্শ ও মতামত এসেছে তা গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা হবে এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য সংশ্লিষ্ট শাখার প্রতি নির্দেশণা প্রদান করেন। বার্ডের প্রশিক্ষণার্থী ও ক্যাম্পাসে বসবাসকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে যথাযথ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সচেষ্ট থাকার জন্য বার্ডের ক্যাফেটেরিয়া, হোস্টেল, যোগাযোগ এবং অবধায়ন শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের প্রতি নির্দেশণা প্রদান করেন। এ বিষয়ে নিয়মিত মনিটরিং করা হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। অতঃপর তিনি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(কাজী সোনিয়া রহমান)
যুগ্ম-পরিচালক এবং শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট

(মোঃ হারুন-অর-রশিদ মোল্লা)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বার্ড
এবং
সভাপতি, নৈতিকতা কমিটি

বিতরণ

১. পরিচালক (সকল), বার্ড;
২. নৈতিকতা কমিটির সকল সদস্য
৩. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, বার্ড;
৪. মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী-মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য;
৫. অতিরিক্ত মহাপরিচালকের ব্যক্তিগত সহকারী-অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য;
৬. অফিস কপি।